Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

বাংলা লোকভাষায় শব্দার্থের বিবর্তন

ড. অমরকুমার পাল

Link : https://bit.ly/3Ubywdl

সারসংক্ষেপ : লোকভাষান্তর্গত শব্দগুলির যে অর্থগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার অন্যতম কারণ উপরিতলের ভাষার অবতলের ভাষার উপর অনিবার প্রভাব। প্রমিত বাংলা ভাষার সঙ্গে লোকভাষার প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে, প্রমিত বাংলার শব্দার্থগুলি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে লোকভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির নিজস্ব অর্থ সমূহকে। ফলে লোকভাষায় যে শব্দার্থ পরিবর্তন ঘটে তার অধিকাংশই প্রসার, সংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষের ধারায় না হয়ে রূপান্তরের ধারায় সংঘটিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে তার আলোচনা রয়েছে।

সূচক শব্দ : লোকভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-পার্বণ, উপরিতল, অবতল, অঞ্চল

ভাষা ও নদী প্রবহমানতা এবং বাঁকবদলের নিরিখে সমার্থবাহী। উভয়ই কালপ্রবাহের সঙ্গে নিজ নিজ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। এবং আভিপ্রায়িক গন্তব্যে না পৌঁছান পর্যন্ত যাত্রাপথে ভাঙা-গড়া, রূপান্তর-পরিবর্তন করতেই থাকে নিজেদের। ফলে একটি নদী যেমন অঞ্চল বিশেষে গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী নামে পরিচিত হয়, তেমনি একটি শব্দ অঞ্চল বিশেষে সুপারি, টইন্যা, গুয়া, পূগফল নামে পরিচিতি পায়। শুধু কি তাই, এমন অনেক শব্দ রয়েছে যাদের একই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আবার এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা পূর্বে যে অর্থে প্রযুক্ত হতো বর্তমানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের এই যে অর্থ পরিবর্তনের রীতি একে ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থ পরিবর্তন বলা হয়ে থাকে।

আমাদের আলোচ্য যেহেতু 'বাংলা লোকভাষায় শব্দার্থের বিবর্তন' তাই আমরা শিষ্টভাষাকে পাশ কাটিয়ে লোকভাষা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হবো। প্রকৃতপক্ষে 'লোকভাষা' শব্দটির 'লোক' হলেন সমাজে বসবাসকারী এমন একধরনের জনগণ যাঁরা মূল জনজীবন এবং আধুনিক সভ্যতার সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে বিচ্যুত থাকেন। যাঁরা মূলত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করেন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একই আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-পার্বণ পালন করে থাকেন। আর এই 'লোক'-এর ভাষাই হলো লোকভাষা। লোকভাষা উপভাষার মতো আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না। ফলে লোকভাষার পরিসর ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলেও তার ব্যাপনপ্রক্রিয়া (Diffusion) বিস্তৃত।

ভাষার মূলত দুইটি তল — উপরিতল এবং অবতল। উপরিতলের ভাষাই শুধু অবতলের ভাষাকে শুধু প্রভাবিত করে না, বরং অনেক সময় অবতলের ভাষাও উপরিতলের ভাষাকে প্রভাবিত করে। উইলিয়াম লেবভ এই তথ্য তাঁর Martha's Vineyard সমীক্ষায় প্রমাণ করেছেন। তবে আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, লোকভাষান্তর্গত শব্দগুলির যে অর্থগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার অন্যতম কারণ উপরিতলের ভাষার অবতলের ভাষার উপর অনিবার প্রভাব। প্রমিত বাংলা ভাষার সঙ্গে লোকভাষার প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে, প্রমিত বাংলার শব্দার্থগুলি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে লোকভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির নিজস্ব অর্থ সমূহকে। ফলে লোকভাষায় যে শব্দার্থ পরিবর্তন ঘটে তার অধিকাংশই প্রসার, সংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষের ধারায় না হয়ে রূপান্তরের ধারায় সংঘটিত হয়। অর্থাৎ কিনা পূর্বে ব্যবহৃত অর্থের সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায়ই থাকে না। যেমন, লোকভাষায় 'উপড়া' শব্দটির কুমিল্লা জেলায় অর্থ হল 'মুড়কি'। কিন্তু মান্য চলিতের প্রভাবে 'উপড়ে ফেলা' অর্থে বর্তমানে 'উপড়া' ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, কুমিল্লা জেলায় বর্তমানে মুড়কিকে 'উপড়া' না বলে 'মুড়কি'ই বলা হয়। আর এইভাবেই লোকভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা লোকভাষায় শব্দার্থের এই পরিবর্তনের ভেদরেখাটি কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখে নিতে পারি — (শব্দগুলি দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

মূল শব্দ	আদি অর্থ	বর্তমান অর্থ
অছিলা	ছিলে	অজুহাত
আইলা	পেয়ারা	এসেছিল
আউলা	খোলা	পয়মাল করা
আঁঠিয়া	এঁটেল	একপ্রকার বিচিকলা
আতান্তর	কিংকর্তব্যবিমূঢ়	অভাব
আনু	ভগ্নিপতি	আসলাম
আব	ঢোক	টিউমার
আসপা	হঠকারী	আসবে
আমসুপারি	পেয়ারা	আম ও সুপুরি
ঈল	তৃপ্তি	এক ধরনের মাছ
উপড়া	মুড়কি	উপড়ে ফেলা
উদলা	খোলা	নষ্ট করা
উটকি	বমি	বাড়তি
উপাক্যা	উপকারী	ওই দিকে
কটকটি	তিন কাঁটাওয়ালা মাছ	এক ধরনের খাবার
কুটা	গুঁড়ো করা	খড়
কুথা	যন্ত্রণার প্রকাশ	কোথায়
কুলি	সদর	মোটবাহক
কুমত	কলস	খারাপ ভাবনা
কুয়ার	ইঁদারার	স্বপ্ন
কওন	কখন	বলা
কল	ধৈর্য	কলা
কায়	শরীর	কে
কই	এক ধরনের জাল	কোথায়
কানি	ন্যাকড়া	অন্ধ মহিলা
কুসুর	আখ	মাপ করা
কুর	মরাই	সম্বোধন পদ বিশেষ
কলেক	বলল	চয়ন করা
কাঁকাল	কোমর	কোল
কচ্ছিল	খুন্তি	বলছিল
কুকড়া	মোরগ	ব্যথায় কাতর হওয়া
খাবি	ফুল তোলার সাজি	প্রশ্বাসে বাধা পাওয়া
খসা	খুন	খোসা
খলা	মাটির পাত্র	খামার
গদ	আঁঠা	কাদা
গাজা	মাছ বিশেষ	ফেনিল হওয়া
গোনা	পাপ	গুনতি করা
গোর	সমাধি	অল্প শুয়ে থাকা
ঘিন	ঘৃণা	ধিক্কার
ঘুঘু	এক ধরনের নৌকা	এক ধরনের পাখি

মূল শব্দ	আদি অর্থ	বর্তমান অর্থ
চুমা	বরণ করা	চুমু
চারত	চাপ	উৎসাহ
চোয়াড়	নীচু কাজ	জাতি বিশেষ
চিমটি	পিঁপড়ে	দুই আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে চেপে ধরা
চুর	চোর	বিভোর
চাট	শামুখ	মদের চাট
ছড়াত	ঝরনা	নদী
ছানি	ছাউনি	আস্তরণ
ছাহা	ছাওয়া	ছায়া
ছিরি	চেহারা	সৌন্দর্য
ছিয়া	ক্লান্ত	ছায়া
ছাগ	জল সেচন করা	ছাগল
ছ্যাঁকা	মেয়েকে আশীর্বাদ করা	আঁচ লাগা
ছিপ	বাইচের নৌকা	বঁড়শি
জলজলা	ভেজাভেজা	স্পষ্ট
জোলা	বোকা	তাঁতি
জাং	এক ধরনের নৌকা	জঙ্ঘা
জাওলা	ধানের চারা	জেলে
জাগ	পাট পচতে দেওয়া	উন্নতা
ঝুল	ঝোল	মাকড়সার জাল ও ধুঁয়োর কালির মিশ্রণ
ঝাড়া	চুরি করা	ঝাড় দেওয়া
ঝাঁঝ	বড় করতাল	প্রখর তেজ
ঝুরা	সিঁদুর	গুঁড়া
টাকুয়া	গুগলি	টেকো
টুপা	ছোট	ঘুমে ঢুলে পড়া
টং	উঁচু ঘর	রাগান্বিত
ঠাহর	লক্ষ্য	আন্দাজ করা
ঠেলা	একরকম জাল	হাতে টানা গাড়ি
ঠাপ	চাপ	সঙ্গম করা
ঠেকা	ধরে রাখার দণ্ড	অভাব
ঠসা	বাঁশের ছোট গলার ঝুড়ি	কালা
ডেনা	হাত	পালক
ডেচকি	হাতি	একপ্রকার বাসন
ডান	লোলুপতা	দক্ষিণ
ডোর	ছিপের সুতো	কোমরের সুতো
ডাব	ছোট গর্ত	কচি নারিকেল
ঢল	জল বৃদ্ধি	ঢিলে

মূল শব্দ	আদি অর্থ	বর্তমান অর্থ
ঢক	সুন্দর	ঢোকা দেওয়া
তাতাল	ধান সেদ্ধ করার পাত্র বিশেষ	গরম
থল	দিগন্ত বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র	থলে
থ্যাঁতা	নির্জন	পিষ্ট
থানা	গাছের গোঁড়ার গর্ত	পুলিস দপ্তর
থকা	ক্লান্ত হওয়া	থোকা
দামান	জাল বাঁধার মোটা দড়ি	জামাই
দেলখোশ	মনের আনন্দ	এক ধরনের পাঁপড়
দ্যাওয়া	মেঘ	দেওয়া
দামরা	ষাঁড়	জোয়ান ছেলে
ধুল	ঢোল	ধূলি
ধকড়	পাটের মাদুর বিশেষ	ছিন্ন বস্ত্র
নুনু	ছোট ছেলে	শিশ্ন
নাবোর	এক ধরনের ধান	পিচুটি
পোচ	কাটা	ডিম ভাজা বিশেষ
পেপা	এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র	পেঁপে
প্যাখনা	জেনেও না জানা	ন্যাকামো
পাকলা	ধোয়ার অনুকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ধোয়াপাকলা অর্থাৎ কাচাকাচি	পরিণত
ফাল	লাফ দেওয়া	লাঙলের ফলা
ফলি	মোরগের পায়ে বাঁধার অস্ত্র	একপ্রকার মাছ
ফ্যাটফ্যাটা	পরিষ্কার	পাণ্ডুর
ফারা	অশুভ	বিপদ
ফালি	মাছ রাখার পাত্র	কাপড়ের টুকরো
ফের	ওজনযন্ত্রের অসমতা	বিপদ
ফাড়া	বিদারণ করা	বিপদ
বগল	নিকট	বাহুমূলের নিম্নদেশ
বক	জলের পাত্র কাঁধে নেওয়ার বাঁক	একপ্রকার পাখি
বালা	বর	কঙ্কন
বাইশা	জাহাজের প্রধান পরিচালক	বর্ষাকাল
বিয়ান	সকাল	বৌদির বোন
বাখান	ব্যাখ্যা করা	প্রশংসা করা
বাদি	চাকর	ফরিয়াদি
ভাট	খেলোয়াড় বণ্টন	একপ্রকার ফুল
ভুলকা	উঁকি মারা	দেখা
মাগ	চাওয়া	স্ত্রী
মকা	এক প্রকার মাছ	সুযোগ
যসু	যেখানে	বসন্তরোগ

মূল শব্দ	আদি অর্থ	বর্তমান অর্থ
লুকে	লুকিয়ে	মানুষে
লাই	মহিলা	নাই
শুনা	ডাঙ্গা জমি	শোনা
সামিনা	সাবধান	সামিয়ানা
হদ্দ	পরিশ্রান্ত	চূড়ান্ত

গ্রন্থ ঋণ :

১। সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০১
২। দুলাল চৌধুরী এবং পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪
৩। অনিমেষকান্তি পাল, 'লোক সংস্কৃতি', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৬
৪। জীবেশ নায়ক, 'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০
৫। দিগেন বর্মণ, 'বাংলা লোকশব্দ সঞ্চয়ন', যোধন প্রকাশনী, বর্ধমান, ২০১৫

লেখক পরিচিতি :

ড. অমরকুমার পাল : সমাজ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক এবং কয়েকটি উচ্চ মানের গবেষণা গ্রন্থের লেখক। এছাড়াও অনুগল্প লেখেন। সুবক্তা। পেশায় শিক্ষক।